দৈনিক বাংলা

তারিখ 21 MAR 1997 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে তেলেসমাতি কান্ড

সারা দেশেই এবার এসএসসি (সেকেন্ডারী স্কুল সার্টিফিকেট) পরীক্ষা নিয়ে ব্যাপক তেলেসমাতি কারবার শুরু হয়েছে। ফাঁস হয়ে যাচ্ছে প্রশ্নপত্র। কোথায়ও কোথায়ও ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মূল প্রশ্নপত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি বটে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে, প্রশ্নপত্র সত্যি ফাঁস হয়েছে। সে কারণে সরকার প্রথমে ইংরেজী দ্বিতীয়পত্রের নৈর্ব্যক্তিক অংশ, পরে পুরো দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষাই বাতিল করে দিয়েছেন। ওই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। ২০ মার্চ ঢাকার একটি সংবাদপত্র খবর দিয়েছে যে, বাতিল করা হয়েছে ইংরেজী প্রথমপত্রের পরীক্ষাও। ফলে, পরীক্ষার্থী–অভিভাবক এবং সমাজের সচেতন মানুষ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়েই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

প্রায় প্রতিদিন সংবাদপত্রে ছাপা হচ্ছে কোন না কোন ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্রের বিবরণ। পরীক্ষার্থী–অভিভাবকরা ছুটছেন ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের পেছনে। এসব প্রশ্নপত্র বিক্রি হচ্ছে তিনশ' টাকা থেকে হাজার টাকায়। প্রশ্নপত্র ফাঁস না হলে পরীক্ষার্থী–অভিভাবকদের মধ্যে আশা থাকে যে, সঠিক মূল্যায়ন তারা পাবেন। কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে সে বিশ্বাস হারিয়ে যায়। তখন মনে হয়, কম মেধাবীরা মেধাবীদের অবস্থানগুলো দখল করে নিচ্ছে। তার পরিণতি আরও বিপজ্জনক। কারণ, নম্বরের প্রতিযোগিতায় গিয়ে হয়ত হেরে যাবে মেধাবী ছাত্ররা। হয়ত কোন ভাল কলেজে ভর্তিই হতে পারবে না। এ রকম একটি পরিস্থিতিতে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন সকল মহল। বাকি পরীক্ষাগুলো 'হবে তো!' ফাঁস যেহেতু হয়েছে, তাই সকল পরীক্ষা বাতিল করে নতুন করে পরীক্ষা নেবার পক্ষে মত প্রকাশ করছেন অনেকে। কেউ বলছেন যা হবার হোক, পরীক্ষা চলুক। এ নিয়ে এখনও দ্বিধা–দ্বন্দ্বের মধ্যে আছে মন্ত্রণালয়, দ্বিধা–দ্বন্দ্বে আছে সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ।

আর সরকারও নিশ্চিত যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। তাই ঘোষণা করা হয়েছে, প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীকে ধরিয়ে দিতে পারলে দেয়া হবে আড়াই লাখ টাকা।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাকে ছোট করে দেখার কোন অবকাশ নেই। ছোট করে দেখাও হচ্ছে না। কিন্তু এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ওপর একদল পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবন বহুলাংশে নির্ভরশীল। সেক্ষেত্রে এ ধরনের অনিশ্চয়তা সৃষ্টি তাদের জন্য বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দিচ্ছে। নিজে আরও ভাল করার জন্য মেধাবী ছাত্ররাও ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্রের পেছনে ছুটছে। ক্ষতি হচ্ছে পড়াশোনারও।

কিন্তু কেন, কীভাবে ফাঁস হচ্ছে প্রশ্নপত্র। এক–আধটি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঘটনা নতুন নয়। প্রতি বছরই প্রশ্নপত্র ফাঁসের এ ধরনের খবর পাওয়া যায়। কখনও তা নিতান্তই গুজব, কখনও তা সত্য। সেক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃপক্ষ দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে সমস্যার সমাধান করেন। নির্ধারিত সেটের বদলে বিকল্প সেটে পরীক্ষা নেন। কিন্তু এবার তা ব্যাপকভিত্তিক হয়েছে বলেই সঙ্কট উত্তরণে বোর্ড কর্তৃপক্ষকে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে সাপ্তাহিক বিচিত্রার চলতি সংখ্যায়। তাতে দেখা যায় যে, অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে এবার পাঁচটি বোর্ডের পরীক্ষা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় বোর্ড ও জেলা প্রশাসনের নিজেদের মধ্যে যে গোপনীয়তা রক্ষা করা প্রয়োজন, তার অভাবেই প্রশ্ন গোপন রাখা এবার সম্ভব হয়নি। প্রতি বছর প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা প্রমাণ করে যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির মধ্যে এ বিষয়ে একটি দুষ্টচক্র গড়ে উঠেছে। ব্যবসায়িক কারণেই তারা প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দিচ্ছে। অতীতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা হয়নি বলেই ওই চক্র আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই চক্রের সঙ্গে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক, কোচিং সেন্টারের মালিক, জেলা প্রশাসন, বোর্ড ও প্রেসের কর্মকর্তা–কর্মচারীদের যোগসাজশ আছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সাপ্তাহিক বিচিত্রার রিপোর্টে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন থেকে বিতরণ এবং পরীক্ষা অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। তাতে দেখা যায়, প্রশ্ন প্রণয়ন, মডারেশন প্রক্রিয়াটি আপাতত নিশ্ছিদ্রই, সেখানে বহুবিধ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা রয়েছে। তবে বিজি প্রেসে এর ছাপা, কাটিং, প্যাকিং প্রক্রিয়ার সঙ্গে সবচেয়ে বেশী লোক জড়িত। প্রশ্নপত্র সেখান থেকে ফাঁস হওয়ার আশঙ্কা প্রতিবেদনে একবারে উড়িয়ে দেয়া হয়নি।

তবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে উদ্বেগ–উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেছে, তার অবসানের জন্য প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার যাতে আর কোনদিন পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তার ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, 'সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে, কেন্দ্রীয়ভাবে উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস করা হয়েছে। এটি স্যাবোটাজও হতে পারে। ফাঁসকারীদের খোঁজা হচ্ছে। দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

আমরা দৃঢ়ভাবে আশাবাদ ব্যক্ত করতে চাই যে, তদন্ত প্রক্রিয়ায় দায়ী ব্যক্তিদের সত্যি সত্যি শনাক্ত করা হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে।

তবে একই সঙ্গে আমরা এটাও বলতে চাই যে, ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গ্রহণ অব্যাহত থাকলে এখানে মেধাবী ছাত্রদের অবমূল্যায়ন হবে এবং বিপুল সংখ্যক সম্ভাবনাময় ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে। তাদের মূল্যবান সেবা জাতি কোনদিনই গ্রহণ করতে পারবে না। যে কোন মূল্যে আমাদের এই বিপর্যয় রোধ করতে হবে।

আমরা বিশ্বাস করি, ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র জোগাড় করে তা মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা বোর্ড কর্তৃপক্ষের জন্য অসুবিধা হবার কথা নয়। এ জন্য তারা ছাত্রছাত্রী, পরীক্ষার্থী, অভিভাবক, সংবাদপত্র প্রভৃতি মাধ্যমের সহায়তা চাইতে পারেন, এ জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাদের দফতরে জরুরী ভিত্তিতে কয়েকটি ফ্যাক্স মেশিনও বসাতে পারেন। যে যেখান থেকেই প্রশ্নপত্র আগাম পান না কেন তিনি যেন পরীক্ষার্থীদের স্বার্থেই সেই প্রশ্নপত্রটি বোর্ডে পাঠিয়ে দিতে পারেন। বোর্ড কর্তৃপক্ষ যাচাই করে জানাতে পারেন প্রশ্নপত্রটি সঠিক নয় কিংবা সঠিক হলে বিকল্প সেটে পরীক্ষা নিতে পারেন।

এ ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়াটি হতে হবে ত্বরিত। তা না হলে পরীক্ষা অনুষ্ঠান বিলম্বিত হবে এবং একইভাবে পিছিয়ে দিতে হবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়সূচী। ফলে, গোটা পরীক্ষা ব্যবস্থায়ই একটা সেশনজট লেগে যাবে নতুন করে। আমরা বিশ্বাস করি, কর্তৃপক্ষ সুষ্ঠু পরীক্ষা গ্রহণের স্বার্থে বিষয়টি গুরুত্বসহকারে ভেবে দেখবেন।

—দর্শক